

সর্বহারা

মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)র
শ্রীচরণাবিন্দে

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার !
তুমি কোনোদিন কারো করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী ! যেন কোন পথ-ভুলে আসা
ভিন্-গাঁর ভীক মেয়ে ! কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায় ?'—
দূর হতে তারকারা ডাকে, আয় আয় !
তুমি যেন তাহাদের পলাতকা মেয়ে
ভুলিয়া এসেছ হেথা ছায়া-পথ বেয়ে !
বিধি ও অবিধি মিলে মেরেছে তোমায়
—মা আমার—কত যেন ! চোখে-মুখে, হয়
তবু যেন শুধু এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা,—
'কেন মারে ? এরা কারা ! কোথা হতে আসা
এই দুঃখ ব্যথা শোক ?'—এরা তো তোমার
নহে পরিচিত মাগো, কন্যা অলকার !
তাই সব সয়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ,
ধূপেরে পুড়ায় অগ্নি—জানে না তা ধূপ !...

দূর-দূরান্তর হতে আসে ছেলে-মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখে চেয়ে !
বলে, 'তুমি মা হবে আমার ?' ভেবে কী যে !
তুমি বুকে চেপে ধরো, চক্ষু ওঠে ভিজ্জ
জননীর করুণায় ! মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি সকলেরে চেনো !
তোমারি দেশের যেন ওরা ঘর-ছাড়া,
বেড়াতে এসেছে এই ধরণীর পাড়া
প্রবাসী শিশুর দল ! যাবে ওরা চলে,

গলা ধরে দুটি কথা 'মা আমার' বলে !—
 হয়তো ভুলেছ মাগো, কোনো একদিন,
 এমন চলিতে পথে মরু-বেদুঈন—
 শিশু এক এসেছিল। শান্ত কণ্ঠে তার
 বলেছিল গলা ধরে—'মা হবে আমার?'...
 হয়তো আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,
 অথবা সে আসে নাই—না এলে সুরণে
 যে দুরন্ত গেছে চলে আসিবে না আর,
 হয়তো তোমার বুকে গোরস্থান তার
 জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নাই !
 এমন তো কত পাই—কত সে হারাই !...

সর্বসহা কন্যা মোর ! সর্বহারা মাতা !
 শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা ।
 হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা—
 হয়তো তাদেরি স্মৃতি এই 'সর্বহারা' !

৩৭ হ্যারিসন রোড,
 কলিকাতা,
 ১৬ই ভাদ্র ১৩৩৩

সর্বহারা

১

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল ! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর ?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা,
মেঘ-জ্বলনীর অশ্রুধারা
ঝরছে মাথার স্পর,
দাঁড়িয়ে দূরে ডাকছে মাটি
দুলিয়ে তরু-কর।

২

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি ! নায়ের মাঝি !
পাল তুলে তুই দে রে আজি,
তুরঙ্গ ঐ ভুফান-তাজী
তরঙ্গে ঝায় দোল।
নায়ের মাঝি ! আর কেন ভাই ?
মায়ার নোঙর তোল !

৩

ভাঙন-ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।

মাঝি রে ! দেখ কুরঙ্গী তোর
 কুলের পানে চায় ।
 যায় চলে ঐ সাথের সাথী
 ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,
 মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি
 ঘুমুস্ নে আর, হয় !
 ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
 এতই কি রে দায় ?

৪

হীরা-মানিক চাসনিকো তুই
 চাসনি তো সাত ক্রোড়,
 একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র—
 ভরা অভাব তোর,
 চাইলি রে ঘুম শ্রান্তি-হরা
 একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
 একটি প্রদীপ-আলো-করা
 একটু কুটির-দোর ।
 আসল মৃত্যু, আসল জরা,
 আসল সিঁদেল-চোর ।

৫

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
 মাটির বুকে চল !
 শঙ্কু মাটির ঘায়ে হউক
 রক্ত পদতল ।
 প্রলয়-পথিক চলবি ফিরি
 দলবি পাহাড়-কানন-গিরি ;
 হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি,
 নাচছে সিঁকুজল ।
 চল রে জলের যাত্রী এবার
 মাটির বুকে চল ॥

কৃষাণের গান

ওঠ রে চাষী জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল ।

আমরা মরতে আছি—ভাল করেই মরব এবার চল ॥

মোদের উঠান—ভরা শস্য ছিল হাস্য—ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তসরা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মার কাঁদনে লোনা হলো সাত সাগরের জল ॥

ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল ।

আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জেঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থানার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত ।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল ॥

ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দুর্বাদল—শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ—অরি রাম,
ঐ হালের ফলার শস্য ওঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হরছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল ॥

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান্ ।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান ।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান !
আজ চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল ॥

আজ জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
 এই ক্ষুধার জ্বারেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
 ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজ্যার হয়-কে করব নয়,
 ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল॥

হুগলি,
 অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

শ্রমিকের গান

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
 পায়ের সুখে ভাঙব চল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমাদের শক্তি-বলে
 পাহাড় টলে তুমার গলে
 মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে !

মোরা সিঁদ্ধু মখে এনে সুধা
 পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
 কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
 হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে !

আজ মানব-কুলের কালি মেখে
 আমরা কালো কুলির দল।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল॥

- আমরা পাতাল ফেড়ে ঝুঁড়ে বনি
 আনি ফণীর মাথার মণি,
 তাই পেয়ে সব শনি হলো ধনী রে !
- এবার ফণি-মনসার নাগ-নাগিনী
 আয় রে গর্জে মার ছোবল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা
 রাজা-উজির মারছে মজা,
 আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে ।
- এবার জুজুর দল ঐ জুজুর দলে
 দলবি রে আয় মজুর দল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- ও ভাই মোদের বলে হতেছে পার,
 হুপ্তা রোজে সপ্ত পাথার,
 সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে !
- তবু মোরাই জনম চলছি ঠেলে
 ক্লেশ-পাথারের সাঁতার-জল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়
 কামান-গোলা, রাজার সিপাই
 মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে !
- ও ভাই মোদের পুণ্য শূন্য ওড়ে
 ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল !
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গড়ে
 রইনু জনম ধুলায় পড়ে,
 বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চড়ে রে !
- আমরা চিনির বলদ চিনি নে স্বাদ
 চিনি বওয়াই সার কেবল ।
 ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

- ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা-খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিঘিদিকে ছেলে রে !
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা
ময়লা কুলির সেই অনল ।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি
আমরা মুটে কল-খানাসি !
ডুবলে তরী মোরাই তুলতে আসি রে !
আমরা বলির মতন দান করে সব
পেলাম শেষে পাতাল-তল !
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে !
আবার নূতন করে মগ্নভূমে
গর্জাবে ভাই দল-মাদল !
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
- ঐ শয়তানি চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আঁয় রে ধ্বংস-সার্থী !
ধর হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে !
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আঁধার-নায়ে চড়বি চল !
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

ধীবরদের গান

আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
 শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে !
 ঐ বিশ্ব-সভায় উঠলো সবাই রে,
 ঐ মুটে-মজুর হেলে ।
 এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা
 সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এমনি মরা, কইনে কিছু
 মড়ার লাধি খেলে ।
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

আমরা মেঘের ডাকে জেগে উঠে
 পানসিতে পাল তুলি ।
আমরা ঝড়-তুফানে সাগর-দোলার
 নাগরদোলায় দুলি ।
ও ভাই আকাশ মোদের ছত্র ধরে
 বাতাস মোদের বাতাস-করে রে ।
আমরা সলিল অনিল নীল গগনে
 বেড়াই পরান মেলে ।
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

হায় ভাই রে, মোদের ঠাই দিল না
 আপন মাটির মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায়
 ঝড়ের মুখে নায়ে ।
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
 করছে তাই সব অত্যাচারী রে,

তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায়
 আমরা মৎস্য পেলে ।
 এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

আমরা তল করেছি কতই সে ভাই
 অথই নদীর জল,
 ও ভাই হাজার করেও ঐ হুজুরদের
 পাইনে মনের তল ।

আমরা অতল জলের তলা থেকে
 রেহিত-মৃগেল আনি ছেঁকে রে,
 এবার দৈত্য-দানব ধরব রে ভাই
 ডাঙাতে জাল ফেলে ।
 এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

আমরা পাথার-জলে ডুব-সাঁতার দিই
 মরেও নাহি মরি,
 আমরা হাঙর-কুমির-তিমির সাথে
 ন্তিত্য বসত করি ।

ও ভাই জলের কুমির জয় করে কি
 কুমির হলো ঘরের টেকি রে,
 ও ভাই মানুষ হতে কুমির ভালো
 খায় না কাছে পেলে ।
 এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

ও ভাই আমরা জলে জাল ফেলে রই,
 হোথা ডাঙার পরে
 আজ জাল ফেলেছে জালিম যত
 জমাদারের চরে ।

ও ভাই ডাঙার বাঘ ঐ মানুষ-দেশে
 ছেলে-মেয়ে ফেলে এসে রে,
 আমরা বুকের আগুন নিবাই রে ভাই,
 নয়ন-সলিল ঢেলে ।
 এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

ওরে সপ্ত লক্ষ শির মোদের ভাই
চৌদ্দ লক্ষ বাহু,
ওরে গ্রাস করেছে তাদের ভাই আজ
চৌদ্দজনা বাহু।
যে চৌদ্দ লক্ষ হাত দিয়ে ভাই
সাগর ম'খে দাঁড় টেনে যাই রে,
সেই দাঁড় নিয়ে আজ দাঁড়া দেখি
মায়ের সাত লাখ ছেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ও ভাই আমরা জলের জল-দেবতা,
বরুণ মোদের মিতা,
মোদের মৎস্যগন্ধার ছেলে ব্যাসদেব
গাইল ভারত-গীতা।
আমরা দাঁড়ের ঘায়ে পায়ের তলে
জল-তরঙ্গ বাজাই জলে রে,
আমরা জলের মতন জল কেটে যাই,
কাটব দানব পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

আমরা খেপলা জাল আর ফেলব না ভাই,
একলা নদীর তীরে,
আয় এক সাথে ভাই সাত লাখ জেলে
ধর বেড়া জাল ঘিরে।
এ চৌদ্দ লক্ষ দাঁড়-কাঁখে ভাই,
মল্লভূমির মল্ল-বীর আয় রে,
এ আঁশ-বাঁটিতে মাছ কাটি ভাই,
কাটব অসুর এলে!
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

ছাত্রদলের গান

	আমরা শক্তি আমরা বল আমরা ছাত্রদল ।
মোদের	পায়ের তলায় মুছে তুফান উর্ধ্ব বিমান বড়-বাদল । আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের	আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাক্স পায়, আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায় ! যুগে-যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হলো পৃথ্বীতল ॥ আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের	কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ, আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান । যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন আমরা পশি নীল অতল । আমরা ছাত্রদল ॥
আমরা	ধরি মৃত্যুরাজ্যের যজ্ঞঘোড়ার রাশ ।
মোদের	মৃত্যু লেখে মোদের জীবন ইতিহাস ।
হাসির	দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল । আমরা ছাত্রদল ॥

সবাই যখন বুদ্ধি জোগায়
আমরা করি ভুল !
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল ।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল !
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুষ্ঠাবিহীন
নিত্যকালের ডাক ।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর !
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মার শ্যাম আঁচল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পাথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল ।
আমরা ছাত্রদল ॥

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !

১

কোরাস :

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লজ্বিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান হও আশুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সাত্ত্বীরা সাবধান !
যুগ-যুগান্ত সম্বিত ব্যথা ঝেঁষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বক্ষিত বৃকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

৩

অসহায় জাতি মরছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
‘হিন্দু না ওরা মুসলিম ?’ ওই জিজ্ঞাসে-কোন জন ?
কাণ্ডারী ! বলো ডুবছে মনুষ, সন্তান মোর মা’র !

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীকু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পদ্মাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার !

৫

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের স্বপ্নর ।
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায়, ভারতের দিবাকর ।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে স্নানিয়া পুনর্ব্বার ।

৬

ফাঁসির মঞ্চ গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলঙ্ঘ্য দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জন, কাণ্ডারী ইশিয়ার !

কৃষ্ণনগর

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

ফরিয়াদ

এই ধরণীর ধূলি-মাখা ত্বর অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান !—
আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,
যতটুকু হেরি বিশ্বস্নেহে মরি ভরে ওঠে সারা প্রাণ !
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসো? এত তুমি মহীয়ান ?
ভগবান ! ভগবান !

২

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর কত সে মহৎ, পিতা !
 সৃষ্টি-শিয়রে বসে কাঁদো তবু জননীর মতো ক্ষীণতা !
 নাই সোয়াস্তি নাই যেন সুখ,
 ভেঙে গড়ো, গড়ে ভাঙো, উৎসুক !
 আকাশ মুড়েছ মরকতে—পাছে আঁধি হয় রোদে ম্লান ।
 তোমার পবন করিছে বীজেন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ !
 ভগবান ! ভগবান !

৩

রবি-শশী-তারা প্রভাত-সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
 'এই দিবারাতি আকাশ-বাতাস নহে একা কারো নহে'
 এই ধরণীর যাহা সম্বল,—
 বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
 সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান,—
 সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান' !
 ভগবান ! ভগবান !

৪

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ ।
 আমরা যে কালো তুমি ভালো জ্ঞান, নহে তাহা অপরাধ !
 তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
 জোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে,
 সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান ।
 সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান !
 ভগবান ! ভগবান !

৫

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরনীরে দিলে দান ধুলা-মাটি,
 তাই দিয়ে তার ছেলদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি !
 ময়ূরের মতো কলাপ মেলিয়া

তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া !
 সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান !
 ঈর্ষায় মাতি করে কাটাকাটি, রচে নীতি ব্যবধান !
 ভগবান ! ভগবান ! -

৬

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
 রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবি !
 মাটির ঢিবিতে দুদিন বসিয়া
 রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া !
 সে পেষণে তারি আসন ধসিয়া রচিছে গোরস্থান !
 ভাইয়ের মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান !
 ভগবান ! ভগবান !

৭

জনগণে যারা জেঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়,
 সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয় ।
 মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
 মাটির মালিক তাঁহারা হন !
 যে যত ভণ্ড ধড়িবাঙ্ক আজ সেই তত বলবান ।
 নীতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ।
 ভগবান ! ভগবান !

৮

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
 সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি !
 তোমার চক্র কষিয়াছে আজ
 বেনের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ !
 এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান !
 পীড়িত মানব পারে নাকো আর, সবে না এ অপমান !
 ভগবান ! ভগবান !

৯

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিকো আর !
 ‘মরিয়া’র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে ‘মার-মার !’
 রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
 নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ !
 শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান,—
 ‘জয় নিপীড়িত জনগণ জয় ! জয় নব উত্থান !
 জয় জয় ভগবান !’

১০

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
 এই পৃথিবীর নাড়ি সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ ।
 তাজা ফুল-ফলে অঞ্জলি পুরে
 বেড়ায় ধরনী প্রতি ঘরে ঘুরে,
 কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান ?
 আমার ক্ষুধার অগ্নে পোয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—
 এতদিনে ভগবান !

১১

যে আকাশ হতে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা
 সে আকাশ হতে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কারা ?
 উদার আকাশ বাতাসে কাহারা
 করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা ?
 তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কার কামান ?
 হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত ? হবে না প্রতিবিধান ?
 ভগবান ! ভগবান !

১২

তোমার দত্ত হস্তের বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী ?
 আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী ?

ক্ষুধা তৃষা আছে আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান !
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই ঝড় গর্দন !
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান !

১৩.

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বন্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরেতে আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ !
জয় নব অভিযান !
জয় নব উত্থান !

হুগলি

৭ আশ্বিন, ১৩৩২

আমার কৈফিয়ৎ

১

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি !
কেহ বলে, তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাই পাবে কবি ভবীর সাথে হে !
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকোলে বাণী কই কবি ?
দুখিছে সরস্বতী, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী !

২

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া আমার লেখা পড়ে শ্বাস ফেলে !
 বলে, কেজো ক্রম হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাশ ঠেলে ।
 পড়ে না কো বই, বয়ে গেছে ওটা !
 কেহ বলে বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা !
 কেহ বলে, মাটি হলো হয়ে মোটা জেলে বসে শুধু তাস খেলে !
 কেহ বলে, 'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস জেলে !'

৩

শুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা !
 প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেমসী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িটাচা !'
 আমি বলি, প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাঁড়ি !
 অমনি বন্ধ চিঠি ভাড়াভাড়া !
 সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা কন, 'আড়ি চাচা !'
 যবন না আমি কাফের ভারিয়া ঝুঞ্জি টিকি দাড়ি নাড়ি কাছা !

৪

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লার' কন হাত নেড়ে,
 'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে !'
 ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
 যদিও শহীদ হইতে রাজি ও !
 'আমপারা'-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে !'
 হিন্দুরা ভাবে, পার্শি শব্দে কবিতা লেখে, ও পাস্ত-নেড়ে !

৫

আনকোরা যত নন ভায়োলেন্ট নন-কোর দলও নন খুশি ।
 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' নাকি আমি বিপ্লবী-মন তুধি !
 'এটা অহিংস' বিপ্লবী ভাবে,
 'নয় চরকার গান কেন গাবে ?'
 গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কনফুসি !
 স্বরাজীরা ভাবে নারাজি, নারাজি ভাবে তাহাদের অন্ধুশি !

৬

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা ! নারী ভাবে, নারী-বিদ্রোহী !
‘বিলেত ফেরোনি ?’ প্রবাসী-বন্ধু ক’ন, ‘এই তব বিদ্যে ছি !’

ভক্তরা বলে, ‘নবযুগ-রবি’ !—

যুগের না হই হুজুগের কবি

বাটী তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি, আর কষে কষি হৃদ-পেশি।
দু’কানে চশমা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হতেছে নিদ বেশি !

৭

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কি বুঝি তার কিছু ?
হাত উঁচু আর হলো না তো ভাই, তাই লিখি করে ঘাড় নিচু !

বন্ধু ! তোমরা দিলে নাকো দাম,

রাজ-সরকার রেখেছেন নাম !

যাহা কিছু লিখি অমূল্য বলে অ-মূল্যে নেন ! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু ?

৮

বন্ধু ! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে।
হাড় কালি হলো, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে !

যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,

মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,

তবু যদি কথা শোনে সে পাগল ! মানিল না রবি গান্ধীরে।

হঠাৎ জাগিয়া বাঘ ঝুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে !

৯

আমি বলি, ওরে কথা শোন ক্ষাপা, দিব্যি আছিস খোশ-হালে !
প্রায় ‘হাফ’-নেতা হয়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে

‘ফুল’-নেতা আর হবিনে যে, হায় !—

বক্তৃত্তা দিয়া কাঁদিতো সভায়

গুঁড়ায় লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা ! সেই তালে
নিস তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

১০

বোঝে না কো যে সে চারশের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি ? দিন যাবে এবে পান খেয়ে !

রবে নাকো ম্যালেরিয়া মহামারি,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি-গাড়ি,
চাঁদা চাই, তার ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে ।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে ।

১১

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন ।
বেলা বয়ে যায়, খায়নিকো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন !
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায় !
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান তুমি আজিও আছে কি ? কালি ও চুন
কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন ?

১২

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস !
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ !
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ ।
মা'র বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস !
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ !

১৩

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বৃকে !
দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে ।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে নাকো মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছে সুখে !

১৪

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের ছজ্জুগ কেটে গেলে ।
 মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে ।
 প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
 যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ !

প্রার্থনা

[গান]

এস যুগ-সারথি নিশঙ্ক নির্ভয় ।
 এস চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়
 জয় জয় ।
 জয় জয় ।

এস বীর অনাগত
 বজ্র-সমুদ্যত ।
 এস অপরাজেয় উদ্ধত নির্দয় ।
 জয় জয় ।
 জয় জয় ।

হে মৌনী জন-গণ-
 বেদনা-বিমোচন-
 যুগ-সেনানায়ক ! জাগো জ্যোতির্ময় ।
 জয় জয় ।
 জয় জয় ।

ওঠে ব্রন্দন ওই
 এস বন্ধন-জয়ী ।
 জাগে শিশু, মাগে আলো, এস অরুণোদয় ।
 জয় জয় ।
 জয় জয় ।

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল
হলো তব পথ-সাথী; হিমালী সজ্জল
ছায়াপথ-বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া-বধূ ব্যথা-জাগানিয়া !
এল অশ্রু হেমন্তের, এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির-রাত্রি; শান্ত দীর্ঘশ্বসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
কয়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী !
তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি, বিরহ-অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন !
যে-কাল্মা এল না চোখে, মর্মে হলো লীন
বক্ষে তাহা নিল বাসা হলো রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু ভাঙা !

বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন দিন,
কোন দিন সঁউতির মালা হতে তার
ঝরে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—
জানি নাই; জানি নাই, তোমার জীবনে
হাসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী !
কোন বনান্তর হতে ঘর-ছাড়া বাঁশি

ডাক দিল, তুমি জানো। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেদেছিল সারা পথখানি !
সেধেছিল, ঐকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে ! আজ তুমি নাই,
মোরা তব পায়ে-চলা পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানি না কো আজ তুমি কোন্ লোকে রহি
শুনিছ আমার গান, হে কবি বিরহী !
কোথা কোন জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি, চন্দ্র, সূর্য, তারা,
পায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?
তব পথ-সাথী যারা—কিছু ডাকি কহে—
‘ওগো বন্ধু শেফালির, শিশিরের প্রিয় !
তবু যাত্রা-পথে আজ নিও বন্ধু নিও
আমাদের অশ্রু-অর্দ্র এ স্মরণখানি !’
শুনিতো পাও কি তুমি, এ-পারের বাণী ?
কানাকানি হয় কথা এ-পারে ও-পারে ?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে ?
কত দূরে আছে তুমি কোথা কোন বেশে
লোকান্তরে না সে এই হৃদয়ের দেশে
পায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা ?
হৃদয়ে বসিয়া শোনো হৃদয়ের ভাষা ? ...
হারায়নি এত সূর্য এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু হওনি কো হারা ! ...

সেই পথ, সেই পথ-চলা গাড় স্মৃতি,
সব আছে ! নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় করে পাওয়া চিরপ্রিয়জনে,—
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো চাই,—

সেই নেশা সেই মধু নাড়ি-ছেঁড়া টান
 সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,—
 সব নিয়ে গেছো বন্ধু ! সে কল-কল্লোল
 সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত্ত-উতরোল !
 আজ সেই প্রাণ-ঠাসা একমুঠো ঘরে
 শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাই ভরে । ...
 হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
 হয় তো এ মরু-পথে হয়নি কো হারা,
 হয় তো আবার তুমি নব পরিচয়ে
 দেবে ধরা ; হবে ধন্য তব দান লয়ে
 কথা-সরস্বতী । তাহা লয়ে ব্যথা নয়,
 কত বাণী এল, গেল, কত হলো লয়,
 আবার আসিবে কত । শুধু মনে হয়
 তোমারে আমরা চাই, রক্তমাংসময়
 আপনারে ক্ষয় করি যে অক্ষয় বাণী
 আনিলে আনন্দ-বীর, নিজে বীণাপাশি
 পাতি কর লবে তাহা ; তবু যেন হায়
 হৃদয়ের কোথা কোন ব্যথা থেকে যায় !
 কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ত্রন্দন
 গুমরি গুমরি ফেরে, হু হু করে মন ! ...

বাণী তব—তব দান—সে তো সকলের,
 ব্যথা সেথা নয় বন্ধু ! যে ক্ষতি একের
 সেথায় সান্ত্বনা কোথা ? সেথা শান্তি নাই,
 মোরা হারায়েছি—বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই !
 কবির আনন্দ—লোকে নাই দুঃখ-শোক,
 সে—লোকে বিহারে যারা তারা সুখী হোক !
 তুমি শিল্পী, তুমি কবি, দেখিয়াছে তারা,
 তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা !

‘পাখিকে’ দেখেছে তারা দেখেনি ‘গোকুলে,’
 ডুবেনি কো—সুখী তারা—আজো তারা কূলে !
 আজো মোরা প্রাণাচ্ছন্ন, আমরা জানি না
 গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কি—না ।

আত্মীয়ে স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুলে পড়েছে মনে—তাই অশ্রু বারে।

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা,
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎ-পাত্র-সুধা,
না পুরিতে জীবনের সকল আশ্বাদ—
মধ্যাহ্নে আসিল দূত ! যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি ধরা, যেতে নাহি চায় !
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায় !
ধরার নাড়িতে পড়ে টান ! তরুলতা
জল বায়ু মাটি সব কয় যেন কথা !
যেয়ো না কো যেয়ো না কো যেন সবে বলে—
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল !
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ লালে-লাল
হলো ছিন্ন প্রাণ ! বন্ধু, সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা !

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়তো মিটেছে তৃষ্ণা, হয়তো আবার
ক্ষুধাতুর !—স্রোতে ভেসে এসেছে এ-পার !
অথবা হয়তো আজ হে ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক !

হে পথিক-বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার,
যেখানে যে-লোকে থাকো করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা-কূলে মোর এ স্মৃতি-তর্পণ,
আমারে অঞ্জলি করি করিনু অর্পণ !

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি আত্মদান,

যাহারা সৃজন করে করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ-সহজ আয়োজন এ স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার !

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন-কুঞ্জ অভাবে, বিরহে,
ইহাদের বিস্ত্র নাই, পুঞ্জি চিত্তদল,
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল ;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বন্ধ-ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও, বন্ধু স্বর্গগত !
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান ।

দুদিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়,
কিন্তু স্রষ্টা সম যারা গোপনে কোথায়
সৃজন করিছে জাতি, সৃজিছে মানুষ—
অচেনা রহিল তারা । কথার ফানুস
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরি
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী !
আজটাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা ?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ, যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ ।
আজ তাহা নয় বন্ধু, হবে সে তখন,—
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্মরণ ।

হুগলি,

৩০শে কার্তিক, ১৩৩২